তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

নামী সরকারি কলেজগুলোতেও নানা অনিয়ম, যথেচ্ছাচার

৬০টি কলেজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শর্ত পূরণ করেনি, ব্যবস্থা নেই

মানস ঘোষ : অনার্স-মাস্টার্স শ্রেণীর পাঠদানকারী দেশের অধিকাংশ সরকারি কলেজে উচ্চ শিক্ষার উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা নেই। ঢাকা কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ, ইডেন কলেজ, বদরুন্নেসা কলেজের মতো নামকরা প্রতিষ্ঠিত কলেজগুলোও তোয়াক্কা করছে না জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কানুন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি এ জাতীয় ৬০টি কলেজ চিহ্নিত করে শর্ত পূরণের সময়সীমা বেঁধে দিলেও তাতে কোনো কাজ হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও এখন পর্যন্ত কলেজগুলোর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারেনি।

সরকারি কলেজগুলোতে যেমন শিক্ষকস্বল্পতা রয়েছে, তেমনি যেসব শিক্ষক আছেন তারাও ক্লাস না নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকেন প্রাইভেট টিউশনিতে। অধিকাংশ শিক্ষকের আবার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে পাঠদানের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা কোনোটাই নেই। এ ছাড়া কলেজগুলোতে লাইব্রেরিসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

সম্প্রতি ৬০টি কলেজ পরিদর্শন করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যে প্রতিবেদন তৈরি করেছে তাতে সরকারি কলেজে উচ্চ শিক্ষার এই ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে। এ ছাড়া বেসরকারি কলেজগুলো সম্পর্কে প্রতিবেদনের মন্তব্যে বলা হয়েছে, এগুলোর শিক্ষার মান সন্তোষজনক নয়। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও কম। উল্লেখ্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেশে মোট ১৪০টি অনার্স ও মাস্টার্স পাঠদানকারী কলেজ রয়েছে। এরমধ্যে ৯৫টি কলেজই সরকারি। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, চলতি বছরের শুরু থেকেই এই কলেজগুলোতে পরিদর্শন হয়। পরিদর্শন প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কলেজগুলোকে শর্ত পূরণের জন্য কর্তৃপক্ষ তিনমাস সময় বেঁধে দিয়েছিল। ইতিমধ্যে অনেক কলেজই শর্তপূরণ না করেই সময়সীমা অতিক্রম করলেও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় তাদের বিরুদ্ধে একাডেমিক কার্যকরি কোনো ব্যবস্থাই নেয়নি।

এ ব্যাপারে গতরাতে উপাচার্য আমিনুল ইসলাম এবং কলেজ পরিদর্শক অধ্যাপক মোঃ ইউনুস মিয়ার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ফিরোজ আহমদ আখতারের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানিয়েছেন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে যেসব করেজের ত্রুটি পাওয়া গেছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বদ্ধপরিকর। যেসব কলেজ ইতিমধ্যে বেঁধে দেওয়া সময়সীমার মধ্যে শর্তপূরণ করেনি তাদের বিরুদ্ধে পরবর্তী একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় অভিযোগ উত্থাপন করা হবে। তিনি জানিয়েছেন, এবার নামকরা বা প্রতিষ্ঠিত কোনো কলেজকেই ছেড়ে দেওয়া হবে না।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সরকারি কলেজে অনেক শিক্ষকের সম্মান ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পাঠদানের অভিজ্ঞতা নেই। অনেক শিক্ষক নির্ধারিত ক্লাসও নেন না। আবার অনেকে সপ্তাহে ৬ দিনের পরিবর্তে ২-৩ দিন ক্লাস নেন, বাকি দিন ছুটি ভোগ করেন।

কলেজগুলোতে প্রয়োজনীয়সংখ্যক ব্যবহারিক ক্লাস অনুষ্ঠিত হয় না। বেশির ভাগ ব্যবহারিক ক্লাস তত্ত্বীয় পরীক্ষার শেষে ও ব্যবহারিক পরীক্ষার আগে তড়িঘড়ি করে শেষ করা হয়। প্রায় কলেজেই দিনের দ্বিতীয়ার্ধে তেমন ক্লাস অনুষ্ঠিত হয় না।

যেসব বৃহৎ কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক কোর্স পড়ানো হয় সেখানে অনেক শিক্ষক উচ্চ-মাধ্যমিক শ্রেণীর ক্লাস নিতেই বেশি আগ্রহী। সম্মান ও স্নাতকোত্তর পাঠদানকারী শিক্ষকগণ শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদানের ভয়ে প্রাইভেট টিউশনি নিয়ে অধিক ব্যস্ত থাকেন। তারা সম্মান ও স্নাতকোত্তর ছাত্রছাত্রীদের প্রাইভেট টিউশনিতে উৎসাহিত করেন। সম্মান ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষাদানকারী শিক্ষকদের মধ্যে অনেক শিক্ষকের শিক্ষা দেওয়ার আগ্রহ ও ক্ষমতার অভাব রয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অধিকাংশ সরকারি কলেজে শিক্ষকস্বল্পতা আশঙ্কাজনক। ● এরপর -পৃষ্ঠা ২ কলাম

নামী সরকারি কলেজগুলোতেও

● প্রথম পাতার পর

কলেজগুলোতে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শিক্ষা মানদণ্ড অনুযায়ী পাঠদানের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই। নিয়ম অনুযায়ী অনার্স-মাস্টার্স কলেজে প্রতিটি বিষয়ে একজন অধ্যাপক, তিনজন সহযোগী অধ্যাপক, তিনজন সহকারী অধ্যাপক এবং ছয়জন প্রভাষক এই মোট ১৩ জন শিক্ষক থাকা বাধ্যতামূলক।

অথচ রাজশাহী কলেজ, ঢাকা কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, আরিফুল হক কলেজ, চট্টগ্রাম কলেজ, রাজেন্দ্র কলেজ, আনন্দমোহন কলেজ, সা'দত কলেজ, এডওয়ার্ড কলেজ, তিতুমীর কলেজ, কারমাইকেল কলেজ, বিএল কলেজ, ইডেন কলেজ, বিএম কলেজ ও ভিক্টোরিয়া কলেজে কিছু কিছু বিষয়ে ১৩টি পদ থাকলেও অনেকগুলো বিষয়ে পদ রয়েছে শূন্য। আবার এসব কলেজে এমনও বিষয় খোলা হয়েছে যেখানে পদ রাখা হয়েছে মাত্র চারটি। এগুলো হলো একটি সহযোগী, একটি সহকারী ও দুটি প্রভাষকের পদ।

সরকারি অন্যান্য কলেজগুলোর অবস্থা আরো করুণ। এসব কলেজেও শর্ত পূরণ না করে অনার্সের বিভিন্ন বিষয় খোলা হয়েছে মাত্র চারটি পদ সৃষ্টি করে। দেখা গেছে, চারটি পদের অনেকগুলো আবার খালি পড়ে রয়েছে।

প্রতিবেদনে অবকাঠামো প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, রাজশাহী কলেজ, ঢাকা কলেজ, কবি নজরুল কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, আনন্দমোহন কলেজ, যশোর এম এম কলেজ, তিতুমীর কলেজ, এম সি কলেজ, আযিযুল হক কলেজ ও এডওয়ার্ড কলেজে বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী অবকাঠামোগত সুবিধা সন্তোষজনক বলা যায়। বাকি সরকারি কলেজগুলোতে অবকাঠামো সন্তোষজনক নয়, যার ফলে যথার্থ পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে।

কলেজগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের মাঝে গ্রন্থাগার ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে তোলা হয় না। প্রাচীন ও প্রতিষ্ঠিত কলেজগুলোর গ্রন্থাগারের বইয়ের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য থাকলেও নতুন প্রকাশিত বই ও জার্নাল নেই। অন্যান্য কলেজের মধ্যে বেশির ভাগ কলেজের গ্রন্থাগারেই বইয়ের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য থাকলেও নতুন প্রকাশিত বই ও জার্নাল নেই। অন্যান্য কলেজের মধ্যে বেশির ভাগ কলেজের গ্রন্থাগারেই বইয়ের সংখ্যা অপর্যাপ্ত। অনেক কলেজে গ্রন্থাগারিকের পদ থাকলেও গ্রন্থাগারিক নেই। আবার অনেক কলেজে প্রয়োজনীয় এই পদটিও নেই।

এসব কলেজে সম্মান ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ব্যবহারিক ক্লাসের জন্য উপযুক্ত মানের ল্যাবরেটরিও নেই। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ল্যাবরেটরিগুলো খুবই নিম্নমানের এবং সেখানে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও নেই।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বেসরকারি কলেজগুলোর মধ্যে শেখ বোরহানউদ্দিন কলেজ, লালমাটিয়া কলেজ, ঢাকা সিটি কলেজ, তেজগাঁও কলেজ, সিদ্ধেশ্বরী মহিলা কলেজ ও ঢাকা কমার্স কলেজের পাঠদান, শিক্ষাদানের মান অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা ও পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক।

অন্যান্য বেসরকারি কলেজে শিক্ষার মান সন্তোষজনক নয়। কলেজগুলোতে শিক্ষকস্বল্পতা, গ্রন্থাগার, ল্যাবরেটরি এবং অন্যান্য সকল বিষয়ে চরম দুর্বলতা রয়েছে। এসব কারণে এই কলেজগুলোতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও কম।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের মন্তব্যে বলেছে, যেসব কলেজ ইতিপূর্বে দেওয়া শর্তাবলী পূরণ করেনি তাদেরকে প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণের জন্য সময় বেধে দেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কলেজগুলোকে এ মর্মে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শর্ত পূরণ না করলে অধিভুক্তি নবায়ন করা হবে না।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, প্রথম পর্যায়ে শর্ত সাপেক্ষে কোর্স খোলার অনুমতি দেওয়া হলেও বর্তমানে এই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। বর্তমানে বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধার ওপর ভিত্তি করেই কলেজগুলোকে কোর্স খোলার অনুমতি দেওয়া হয়।